রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ১৯, ২০১৯

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

মতিঝিল ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৮ নভেম্বর , ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নম্বর-৩৬০ আইন /২০১৯।—বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ১৪৮, ধারা ৪১ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা বীমা (লাইফ বীমাকারীর সম্পদ বিনিয়োগ) প্রবিধানমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) **"আইন"** অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন);

(খ) **"আর্থিক প্রতিষ্ঠান"** অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২ (খ) তে উল্লিখিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(গ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ আইনের ধারা ২(১০) এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ; এবং

(ঘ) **"সম্পদ"** অর্থ বীমাকারীর দায়সমূহের সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিবার লক্ষ্যে বিনিয়োগকৃত এবং বিনিয়োগযোগ্য অর্থ।

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বীমা আইন, ২০১০ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই প্রবিধানমালায়ও উক্ত অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **লাইফ বীমাকারীর সম্পদ বিনিয়োগ।**—(১) লাইফ বীমা ব্যবসা পরিচালনাকারী প্রত্যেক বীমাকারী তাহার দায়সমূহের সমপরিমাণ সম্পদ বাধ্যতামূলকভাবে দেশের নির্ধারিত বিনিয়োগ খাতে বিনিয়োগ করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন বিনিয়োগ পরবর্তী বীমাকারী অতিরিক্ত সম্পদ দেশে বা অন্য কোনো রাষ্ট্রে বিনিয়োগ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, অন্য কোনো রাষ্ট্রে বিনিয়োগ করিবার ক্ষেত্রে উক্ত রাষ্ট্রের সরকারের এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) বীমাকারীর দায়সমূহ নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) একচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়ন অনুযায়ী লাইফ বীমা পলিসির দায়সমূহ;

(খ) লাইফ বীমা পলিসি সমূহের অপরিশোধিত দাবি পরিশোধের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ;

(গ) প্রস্তাবিত লভ্যাংশ ও পলিসি বোনাস এবং অপরিশোধিত লভ্যাংশ ও পলিসি বোনাস প্রদানের জন্য আবশ্যকীয় অর্থ;

(ঘ) পুনঃবীমাকারীর নিকট প্রদেয় অর্থ;

(ঙ) সরকারি রাজস্ব বাবদ প্রদেয় অর্থ;

(চ) পরিশোধিত মূলধন, সাধারণ সঞ্চিতিসমূহ, বিনিয়োগ সঞ্চিতি, কুঋণ, সন্দেহপূর্ণ কুঋণ সঞ্চিতি এবং অবচয় তহবিল ব্যতিরেকে অন্যান্য পাওনাদারদের নিকট প্রদেয় অর্থ।

(৪) বীমাকারীর সম্পদ হিসাবের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা :—

(ক) প্রত্যেক বৎসরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া নবায়ন প্রিমিয়ামের অর্থ পরবর্তী বৎসরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত যাহা আদায় হয় নাই;

(খ) আইনের ধারা ৩২ এর অধীন নিরীক্ষক কর্তৃক আর্থিক বিবরণী স্বাক্ষর করিবার পূর্ব পর্যন্ত বকেয়া দায় দেনা;

(গ) আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি, স্টেশনারি এবং পরিত্যক্ত মালামালের মজুদ সংক্রান্ত ব্যয়; এবং

(ঘ) অস্পর্শনীয় (intangible) সম্পদ যেমন: সুনাম, প্যাটেন্ট রাইট, ইত্যাদি।

(৫) লাইফ বীমাকারীর সম্পদের অন্যূন ৩০% (ত্রিশ শতাংশ) সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করিতে হইবে।

(৬) উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীন বীমাকারীর সম্পদ সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ পরবর্তী অবশিষ্ট অংশ 'তফসিল-ক' অনুযায়ী নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ করিতে হইবে।

(৭) কোম্পানীর বীমা ব্যবসার জন্য নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির পূর্বেই আইনের তফসিল-১ এ বর্ণিত উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক প্রদত্ত আবশ্যিক গচ্ছিত জামানত সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকৃত বা বিনিয়োগের জন্য রক্ষিত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। **সম্পদের শ্রেণিভিত্তিক বিবরণী ও বিনিয়োগ রিটার্ন।**—(১) প্রত্যেক লাইফ বীমাকারী এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী বিনিয়োগ বিষয়ক নিরীক্ষা কার্য শেষ হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বীমাকারীর সম্পদের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া কর্তৃপক্ষ বরাবর 'তফসিল-খ' অনুযায়ী একটি শ্রেণিভিত্তিক বিবরণী দাখিল করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত বিবরণী বীমাকারীর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, ২ (দুই) জন পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা এবং বীমাকারীর নিরীক্ষক কর্তৃক 'তফসিল- গ' অনুযায়ী স্বাক্ষরিত ও প্রত্যায়িত হইতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক লাইফ বীমাকারীকে মার্চ, জুন ও সেপ্টেম্বর মাসের শেষ কার্যদিবস থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ বরাবর 'তফসিল-ঘ' অনুযায়ী বিনিয়োগ রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বীমাকারীর ব্যবসার প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশের বাহিরে স্থাপিত হইলে, বীমাকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগ রিটার্ন দাখিল করিবার সময় ২১ (একুশ) দিনের পরিবর্তে ৩০ (ত্রিশ) দিনে বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৪) বিনিয়োগ রিটার্নসমূহ বীমাকারীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রধান অর্থ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

৫। **কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পদ পরিদর্শন।**—(১) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে, সময় সময়, লাইফ বীমাকারীর সম্পদ পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) বীমাকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান করিবে।

(৩) কোনো বীমাকারী এই প্রবিধানমালার বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনের অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

তফসিল-ক

[প্রবিধান ৩(৬) দ্রষ্টব্য]

বিনিয়োগ খাতসমূহ

ক্রমিক নম্বর	বিনিয়োগ খাত	সম্পদের নির্ধারিত সর্বোচ্চ হার
(১)	(২)	(৩)
১।	**বাংলাদেশ সরকারের গ্যারান্টিযুক্ত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ইস্যুকৃত বন্ড এবং অন্যান্য বন্ড :** স্বতন্ত্র খ্যাতনামা ও বাংলাদেশে অনুমোদিত রেটিং সংস্থা কর্তৃক "AA" অথবা সমমানের নিম্নে নহে এরূপ রেটিং প্রাপ্ত বন্ড।	উভয় বন্ডে সম্পদের পরিমাণ ১৫%।
২।	**ডিবেঞ্চার বা সিকিউরিটিজ :** (ক) সরকারের অনুমোদনক্রমে, কোনো সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা অন্যান্য সিকিউরিটিজ। (খ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ডিবেঞ্চার।	(ক) কোনো কোম্পানীর ডিবেঞ্চারে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ৫%। (খ) ডিবেঞ্চারে মোট বিনিয়োগ লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ১০%।
৩।	**অগ্রাধিকার বা সাধারণ শেয়ার :** বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এবং যে কোনো স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানীর অগ্রাধিকার বা সাধারণ শেয়ার : তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক 'Z' ক্যাটাগরিভুক্ত শেয়ারে বিনিয়োগ করা যাইবে না।	কোনো কোম্পানীতে বিনিয়োগের অগ্রাধিকার শেয়ার বা সাধারণ শেয়ার যে কোনো সময় উক্ত কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের ১০% বা লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ৫% : তবে শর্ত থাকে যে, সাধারণ শেয়ার বা অগ্রাধিকার শেয়ার বা উভয় প্রকারের মোট বিনিয়োগ লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ২৫%।
৪।	**স্থাবর সম্পত্তি :** (ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বা কোনো পৌরসভায় অবস্থিত দায়হীন এবং নিষ্কন্টক স্থাবর সম্পত্তি। (খ) প্রথম বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তি যা আবাসিক, দাপ্তরিক বা দোকান হিসেবে ব্যবহৃত বা লিজকৃত সম্পত্তি :	(ক) বিনিয়োগকৃত অর্থ লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ২০%। (খ) সম্পত্তি আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হইলে লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ২% এবং সম্পত্তি দাপ্তরিক বা দোকান হিসাবে ব্যবহারের জন্য ভাড়া প্রদান করা হইলে, লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ৫% :

(১)	(২)	(৩)
	তবে শর্ত থাকে যে, লিজকৃত সম্পত্তি হইলে লিজের মেয়াদ অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) বৎসর এবং উক্ত সম্পত্তির মূল্য লিজকৃত সম্পত্তির মূল্যের ৫০% হইতে হইবে।	তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ক) এবং (খ) এ বর্ণিত উভয় প্রকার সম্পত্তিতে মোট বিনিয়োগ লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ২০%।
৫।	**তফসিলি ব্যাংকে আমানত:** বাংলাদেশে অনুমোদিত রেটিং সংস্থা কর্তৃক "A" অথবা সমমান বা শ্রেষ্ঠতর তফসিলি ব্যাংকে আমানত গচ্ছিত রাখা।	কোনো লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ৬০% আমানত তফসিলি ব্যাংকে গচ্ছিত রাখিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, কোনো তফসিলি ব্যাংকে গচ্ছিত স্থায়ী আমানত বা চলতি আমানত বা আংশিক স্থায়ী বা আংশিক চলতি আমানত এর পরিমাণ লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ১০%।
৬।	**মিচ্যুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড:** বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বা নিয়ন্ত্রিত মিচ্যুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ডে বিনিয়োগ।	মিচ্যুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ডে বিনিয়োগ লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ২০%।
৭।	**আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থায়ী আমানতঃ :** সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করা যাইবে: তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশে অনুমোদিত রেটিং সংস্থা কর্তৃক "A" বা সমমান বা শ্রেষ্ঠতর আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আমানত গচ্ছিত রাখিতে পারিবে।	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ১০%: তবে শর্ত থাকে যে, কোনো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ স্থায়ী আমানত হিসাবে বীমাকারী মোট সম্পদের ২%।
৮।	**সাবসিডিয়ারি কোম্পানীতে বিনিয়োগ:** কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং তদকর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে সাবসিডিয়ারি কোম্পানীতে বিনিয়োগ করিতে হইবে।	লাইফ বীমাকারীর মোট সম্পদের ১০%।
৯।	**অন্যান্য প্রকারের সম্পদে বিনিয়োগ:** কর্তৃপক্ষ পূর্বানুমোদনক্রমে এবং আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদিত অন্যান্য প্রকার সম্পদে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।	বীমাকারীর মোট সম্পদের ৫%।

তফসিল- খ

[প্রবিধান ৪(১) দ্রষ্টব্য]

শ্রেণিভিত্তিক সম্পদের বিবরণী

লাইফ বীমাকারীর নাম :

নিবন্ধন নম্বর :

ক্রমিক নম্বর	বিনিয়োগ খাতের বিবরণ	বিগত বৎসরের (বুক ভ্যালু)	বর্তমান বৎসরের (বুক ভ্যালু)	বর্তমান বৎসর পর্যন্ত (বুক ভ্যালু)	বাজার মূল্য বা আদায়যোগ্য মূল্য	সম্পদের শতকরা হার	অনুমোদিত সীমা	অতিরিক্ত বা কম	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১।	সম্পদের পরিমাণ: পূর্ববর্তী বৎসরের জের								
২।	বর্তমান সময়ে সম্পদ								
৩।	সম্পদ [(১)+(২)]								
৪।	বিনিয়োগের পরিমাণ								
	(১) সরকারি সিকিউরিটিজ খাত								
	(২) সরকারি সিকিউরিটিজ খাত ব্যতীত অন্যান্য খাত:								
	(ক) বাংলাদেশ সরকারের গ্যারান্টিযুক্ত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ইস্যুকৃত বন্ড এবং অন্যান্য বন্ড								

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	(খ) ডিবেঞ্চার বা সিকিউরিটিজ: (অ) সরকারের অনুমোদনক্রমে কোনো সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা অন্যান্য সিকিউরিটিজ								
	(আ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ডিবেঞ্চার								
	(গ) অগ্রাধিকার বা সাধারণ শেয়ার: বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এবং যে কোনো স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত কোম্পানীর অগ্রাধিকার বা সাধারণ শেয়ার								
	(ঘ) স্থাবর সম্পত্তি: (অ) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অথবা কোনো পৌরসভায় অবস্থিত দায়হীন এবং নিষ্কন্টক স্থাবর সম্পত্তি								

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	(আ) আবাসিক, দাপ্তরিক বা দোকান হিসাবে ব্যবহৃত প্রথম বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তি বা লিজকৃত সম্পত্তি								
	(ঙ) বাংলাদেশে অনুমোদিত রেটিং সংস্থা কর্তৃক "A" বা সমমান বা শ্রেষ্ঠতর তফসিলি ব্যাংকে আমানত								
	(চ) মিচ্যুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড								
	(ছ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থায়ী আমানত								
	(জ) সাবসিডিয়ারি কোম্পানীতে বিনিয়োগ								
	(ঝ) অন্যান্য প্রকারের সম্পদে বিনিয়োগ								
	মোট								
	(৩) বীমা আইন, ২০১০ এর ধারা ২৩ বা ১১৯ এর বিধান মোতাবেক গচ্ছিত জামানতের বিনিয়োগ (সরকারি সিকিউরিটিজ খাতে)								
	সর্বমোট								

তফসিল- গ

[প্রবিধান ৪(২) দ্রষ্টব্য]

প্রত্যয়ন পত্র

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে তফসিল খ এ ----------লাইফ বীমাকারীর/---------- বার্ষিক বিনিয়োগ প্রতিবেদনে আমার জ্ঞানমতে সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হইয়াছে। এখানে কোনো তথ্য গোপন করা হয় নাই।

চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষর

পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষর

পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষর

প্রধান অর্থ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষর

নিরীক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষর

তফসিল- ঘ

[প্রবিধান ৪(৩) দ্রষ্টব্য]

ত্রৈমাসিক বিনিয়োগ রিটার্ন

লাইফ বীমাকারীর নাম :

মাসের নাম :

নিবন্ধন নম্বর :

ক্রমিক নম্বর	বিনিয়োগ খাতের বিবরণ	বিগত ত্রৈমাসিক (বুক ভ্যালু)	বর্তমান ত্রৈমাসিক (বুক ভ্যালু)	বর্তমান ত্রৈমাসিক পর্যন্ত (বুক ভ্যালু)	বাজার মূল্য বা আদায়যোগ্য মূল্য	সম্পদের শতকরা হার	অনুমোদিত সীমা	অতিরিক্ত বা কম	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১।	সম্পদের পরিমাণ: পূর্বের জের								
২।	বর্তমান সময়ে সম্পদ								
৩।	সম্পদ [(১)+(২)]								
৪।	বিনিয়োগের পরিমাণ								
	(১) সরকারি সিকিউরিটিজ খাত								
	(২) সরকারি সিকিউরিটিজ খাত ব্যতীত অন্যান্য খাত:								
	(ক) বাংলাদেশ সরকারের গ্যারান্টিযুক্ত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ইস্যুকৃত বন্ড এবং অন্যান্য বন্ড								

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	(খ) ডিবেঞ্চার বা সিকিউরিটিজ: (অ) সরকারের অনুমোদনক্রমে কোনো সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা অন্যান্য সিকিউরিটিজ								
	(আ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ডিবেঞ্চার								
	(গ) অগ্রাধিকার বা সাধারণ শেয়ার: বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এবং যে কোনো স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত কোম্পানীর অগ্রাধিকার বা সাধারণ শেয়ার								
	(ঘ) স্থাবর সম্পত্তি: (অ) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অথবা কোনো পৌরসভায় অবস্থিত দায়হীন এবং নিষ্কন্টক স্থাবর সম্পত্তি								
	(আ) আবাসিক, দাপ্তরিক বা দোকান হিসাবে ব্যবহৃত প্রথম বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তি বা লিজকৃত সম্পত্তি								
	(ঙ) বাংলাদেশে অনুমোদিত রেটিং সংস্থার কর্তৃক "A" বা সমমান বা শ্রেষ্ঠতর তফসিলি ব্যাংকে আমানত								

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	(চ) মিচ্যুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড								
	(ছ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থায়ী আমানত								
	(জ) সাবসিডিয়ারি কোম্পানীতে বিনিয়োগ								
	(ঝ) অন্যান্য প্রকারের সম্পদে বিনিয়োগ								
	মোট								
	(৩) বীমা আইন, ২০১০ এর ধারা ২৩ বা ১১৯ এর বিধান মোতাবেক গচ্ছিত জামানতের বিনিয়োগ (সরকারি সিকিউরিটিজ খাতে)								
	সর্বমোট								

ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষর

প্রধান অর্থ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষর

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে,

মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd